ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন দ্বীনে হযরত মাহ্দীর উপর বিশ্বাস ঃ

ইমাম মাহ্দী (আঃ) যিনি আল্লাহ্র তরফ হতে পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন। বিভিন্ন মাযহাব ও দ্বীনের লোকদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে দেখা যায়। শুধুমাত্র শিয়ারাই নয় বরং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত ও অন্যান্য দ্বীন যেমন ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপুজারক, হিন্দু সবাই আল্লাহ্র পক্ষ হতে এক বিশাল ক্ষমতাধর ব্যক্তির আবির্ভাবের ধ্বনি উচ্চারণ ও স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং তাঁর অপেক্ষায় দিন গুনছে।

হিন্দু ধর্মের "দিদ" নামক ধর্মীয় গ্রন্থে এভাবে লেখা হয়েছে যে ঃ এই পৃথিবী নষ্ট (অত্যাচার, জুলুম, নিপিড়ন, অন্যায়, অবিচার, এসব কিছুতে ভরে যাওয়ার পর) হয়ে যাওয়ার পর সর্বশেষে একজন বাদশাহ্ আসবে যিনি সৃষ্টির কুলের জন্য পথ প্রদর্শক হবেন। তার নাম মানসুর[১]। সমস্ত পৃথিবীকে তার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে। কে মু'মিন আর কে কাফের চিনতে পারবেন। আর তিনি আল্লাহ্র কাছে যা কিছুই চাইবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাই তাকে দিবেন [২]।

অগ্নি-উপাসনা ধর্মের প্রচারকের এক ছাত্রের লেখা "জামাসাব" নামক বইতে এভাবে উল্লেখ আছে যে ঃ হাশেমী বংশ থেকে এমন এক লোকের আবির্ভাব হবে যার মাথা, দেহ ও পা যুগল হবে বিশালাকারের। তাঁর পূর্বপূরুষের দ্বীনের উপর বলিয়ান হয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইরানে আসবে এবং এই দেশকে সুখ-শান্তি, সত্য ও পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধশালী করবেন। আর তাঁর হুকুমে বাঘ ও ছাগল একই ঘাটে পানি পান করবে [৩]।

---

[১] মরহুম মুহাদ্দেছ (হাদীস বিশারদ) নূরী তার "নাজমুস সাকিব" বইতে এভাবে লিখেছেন ঃ যাখীরাহ্ ও তাযখীরাহ্ নামক বইতে লিখিত আছে যে ঐ মহান ব্যক্তির "মানসুর" নামটি "দিদ" গ্রন্থে হচ্ছে বেরাহ্মাহ্। আর তার বিশ্বাস অনুযায়ী এগুলো হচ্ছে আসমানি কিতাব। শেখ ফুরাত বিন ইব্রাহীম কুফির লেখা কোরআনের তফসিরে আছে হযরত ইমাম বাকের (আঃ) এই আয়াতের তফসিরে বলেছেন ঃ (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) এটা ইমাম হুসাইন (আঃ) এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, অর্থাৎ মজলুম অবস্থায় হত্যা হয়েছে, এবং এই আয়াতের তফসিরে আল্লাহ্ তা'য়ালা (فَلاَيُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) মাহ্দি (আঃ) কে মানছুর নামকরন করেছেন, যেমনিভাবে নবী (সঃ) কে আহমাদ, মুহাম্মদ, মাহ্মুদ নামকরণ করা হয়েছে, এবং যেমনিভাবে ঈসাকে (আঃ) মাসিহ্ নামকরণ করা হয়েছে, (বিহার, খন্ড- ৫১, পৃঃ- ৩০), আর হয়তোবা তার ইমামের নামকে মানছুর হিসাবে বর্ণনা করার কারণ এটাও হতে পারে যেভাবে জিয়ারতে আশুরায় এসেছে ঃ
(فَاسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اكْرَمَ مَقَامَكَ وَ أَكْرَمَنى أَنْ يَرْزُقَّنى طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (ص))
(নাজমুস সাকিব, পৃঃ- ৪৭), এবং দুয়া'য়ে নুদবাতে এসেছে ঃ (اَيْنَ الْمَنْصُورُ عَلَى مَنِ اعْتَدىَ عَلَيْهِ)

[২] বিশারাত আ'হদাইন, পৃঃ- ২৪৫।

[৩] ঐ পৃঃ- ১৫৮। ঐ বইয়ের টিকায় লেখা আছে যে ঃ ইতিহাস বেত্তারা এভাবে লিখেছে ঃ "জামাসাব" "গুসতাসাব বিন লাহ্রাসাবের" ভাই কিছু দিন অগ্নিপুজা ধর্মের প্রচারকের কাছে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেছিল।
এ বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যা কিছু "জামাসাব" বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং আমাদের হাদিসে যেভাবে এসেছে, আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে "খেসাল সাদুকে" উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে তিনি বলেছেন ঃ
(وَ لَوْ قَدْ قامَ قائمُنا لَاَنْزَلَتْ السَّمَاءُ قَطْرَهاَ وَ أَخْرَجَتِ الْاَرْضُ نَباتَها وَ لَذَهَبَتِ الشَّحْناءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبادِ ، وَ اَصْطَلَحَتِ السِّباعُ وَ الْبَهائِمُ) (মুনতাখাবুল আসার, পৃঃ- ৪৭২-৪৭৪ পর্যন্ত)

অগ্নিপুজারকদের ধর্মীয় গ্রন্থ "যোনদ"-এ এভাবে লেখা হয়েছে যে ঃ ঐ সময় ইয়ায্দানদের (অগ্নিপুজারকদের খোদাদের) পক্ষ হতে বড় ধরনের বিজয় আসবে এবং আহ্রিমানকে (অশুভ আত্মাকে বা শয়তানকে) নিশ্চিহ্ন বা বিলুপ্ত করবে। আর পৃথিবীতে আহ্রিমানের সমস্ত অনুচরদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করা হবে। ইয়ায্দানদের বিজয় ও আহ্রিমানের পরাজয়ের পর এই পৃথিবী তার প্রকৃত পূর্ণতায় পৌছাবে এবং বনি আদমরা ভাল কাজ করার লক্ষ্যে এই পৃথিবী পরিচালনার সিংহাসনে বসবে [৪]।

তৌওরাতে "সাফারে তাকবিনির" মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশ থেকে যে বারজন ইমাম আসবেন, তাদের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে ঃ (ইসমাইলের অধিকারের কথা শুনেছি যার কারণে তাকে বরকতময় করেছি এবং তাকে সুফলদায়ক করিয়েছি এ কারণে যে, তার শেষ বংশধরের মাধ্যমে বারজন প্রতিনিধিকে ভূমিষ্ট করাবো এবং তাকে বিশাল উম্মত দান করব)[৫]।

মাযামিরের মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ (..... অবশ্য নেক্কার লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সমর্থন করবেন ..... নেক্কার লোকেরা এমন এক জমিনের উত্তরসূরী হবে যার মধ্যে তারা চিরজীবি হবে)[৬]।

আর পবিত্র কোরআনের মধ্যে এভাবে দেখতে পাওয়া যায় ঃ

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِيبادِىَ الصَّالِحُونَ .

আমরা জিকিরের (অর্থাৎ তৌওরাতের)[৭] অতপর যাবুরের (দাউদ)[৮] মধ্যে লিখেছি যে নেক্কার বান্দারাই জমিনের উত্তরাধিকারী হবে [৯]।

পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الدَّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُو نَنِى لاَيُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং উপযুক্ত কাজ করেছে তাদের প্রতি ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে জমিনের বুকে নিজের খলিফা ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীগনকে খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন। যে দ্বীনকে আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছিলেন তাকে শক্তিশালী রুপ দিয়েছিলেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন, (এই শর্তে) যে, শুধুমাত্র আমার ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে আমার সাথে শরিক করবে না [১০]।

৪। বিশারাত আ'হদাইন, পৃঃ- ২৩৮।

৫। "সাফারে তাকবিন" (২০ : ১৭)।

৬। মাযমুর ৩৭, অনুচ্ছেদ ১০-৩৭ পবিত্র কিতাব, প্রিন্ট- ১৯০১। "মাযামির" হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অর্পিত পবিত্র কিতাব যা যাবুর নামে পরিচিত। তাওরাতের আরবী অনুবাদের মধ্যে বিশ্লেষন করা হয়েছে বা আল্ মুনজেদ আরবী অভিধান তাতে যাবুরের ব্যাপারে লিখছে যে যাবুর একটি কিতাবের নাম যা দাউদ (আঃ)-এর মাযামিরের উপর নামকরণ করা হয়েছে।

৭। সুরা আম্বীয়ার ৪৮নং আয়াতে তৌওরাতকে যিকির নামে সম্মোধন করা হয়েছে।

৮। সুরা ইস্রা'র ৫৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যাবুরকে দাউদের উপর নাযিল করেছি।

৯। সুরা আম্বীয়া, আয়াত নং- ১০৫।

১০। সুরা নুর, আয়াত নং- ৫৫।

আরো উল্লেখ আছে যে ঃ

(وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الْارْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ)

ইচ্ছা করেছিলাম যে অসহায়দের প্রতি (আল্লাহ্‌কে অনুসরণকারীরা যারা অত্যাচারির অত্যাচারের সামনে শক্তিহীন হয়েছিল) অনুগ্রহ করবো এবং তাদেরকে জমিনের উত্তরাধিকারীত্ব ও প্রতিনিধিত্ব দান করব [১১]।

এই আয়াতগুলো যা নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোতে তারই ধারনা পাওয়া যায় বা তারই ইশারা ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, অবশেষে এই পৃথিবীর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপযুক্ত অর্থাৎ মু'মিন বান্দাদের হাতে আসবে এবং এই সম্পদ তাদের কাছে পৌছাবে। আর এই বিশ্বের লোকেরা তাদের কল্যানের জন্যেই এই ধরনের পথ প্রদর্শক বা প্রতিনিধির কাছে আসবে। যদি মানুষ জাতি প্রকৃত রাস্তা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া সত্য পথে না চলে বাকা পথে চলে তাহলে বিচ্যুতির গভির অন্ধকারের মধ্যে পতিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যখন কিনা পতিত হওয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌছাতে আর বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকেনা তখনই দ্রুত গতিতে মানুষের বিবেক জাগ্রত হয় এবং বুঝতে পারে যে অত্যাচার ও শক্তির উপর নির্ভর করে, অথবা নিজের বুদ্ধি বিবেচনাতে বা দুনিয়াবী কোন কলা-কৌশলই এই পৃথিবীকে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায়, ন্যায়-নিষ্ঠায় ও অধিকতর পরিপূর্ণতায় পৌছাতে পারবে না। তার সম্পর্কসমুহকে কঠিন প্রাচীরের ন্যায় শক্তিশালী করার জন্য ঈমান, অহীর ভিত্তিতে ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইমামতের ধারাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথও খোলা নেই। শুধুমাত্র পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উপযুক্ত প্রতিনিধিরাই বা পথ নির্দেশকরাই পারেন বিভিন্ন ভূল ভ্রান্তির-বেড়া জাল থেকে পরিত্রাণ দিতে এবং পরিপূর্ণতার ও সম্পূর্ণতার পথকে নিদর্শন দিতে। তবেই পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

---

[১১] সুরা কাসাস, আয়াত নং- ৫।